MAR. 25 2002

ভবিষ্যতে কম্পিউটার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে

বিসিএস কম্পিউটার মেলা উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী

কাগজ প্রতিবেদক : প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গতকাল বিকালে 'বিসিএস কম্পিউটার' মেলা উদ্বোধনকালে বলেছেন, তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশে সরকার শহর ও গ্রামের স্কুলেল স্কুলে কম্পিউটার বিতরণ করবে। আর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার পর দীর্ঘমেয়াদি পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবে সরকার।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি গতকাল থেকে (বিসিএস) বাংলাদেশ-চায়না মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সপ্তাহব্যাপী 'কম্পিউটার শো'-এর আয়োজন করেছে। বিকালে এই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান, ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক, বিসিএস সভাপতি সবুর খান এবং মেলা কমিটির আহ্বায়ক আলী আশরাফ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে এখন জল-স্থল-অন্তরীক্ষের যোগাযোগের প্রাচীর মুছে গেছে। পৃথিবীর তাবৎ তথ্য এখন মানুষের করায়ত্তে। আমরা এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে চাই। প্রজন্মকে অতীত মুখীনতার পরিবর্তে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে চাই। তিনি বলেন, জনপ্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধি ও সম্পদের অপচয় রোধ, দ্রুত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেবার মান বাড়াতে তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে চাই। তাই জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা হবে। একইভাবে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থারও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করবে সরকার। তিনি বলেন, বহির্বিশ্বের সঙ্গে তথ্য যোগাযোগ নিশ্চিত করতে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়েতে ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগ স্থাপনের বিষয়েও সরকার সচেষ্ট। এটা করা গেলে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে এ সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্য সহজতর হবে।

তিনি আরো বলেন, ডিজিটাল বিপ্লবে শামিল হয়ে আমাদের তরুণদের মেধা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, শ্রম আর উদ্যমকে কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নত জীবনযাত্রার পথ দেখাতে চাই। জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই।

তিনি শিগগির আইসিটি (ইনফরমেমন কমিউনিকেশন টেকনোলজি) নীতিমালা প্রণয়ন এবং এ ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের পরামর্শ বাস্তবায়নের কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নাম আগামীতে বিজ্ঞান, তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় করা হবে বলে ঘোষণা দেন।

ড. মঈন খান বলেন, আজকের দিনে পুরোনো শিল্পের কথা বলে লাভ নেই। তাকাতে হবে সামনের দিকে। আর এ ক্ষেত্রে উন্নয়নের সোপান হবে তথ্যপ্রযুক্তি খাত। এই প্রযুক্তিকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারলে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ অনেক সমস্যার সমাধান হবে। ব্যারিস্টার আমিনুল হক বলেন, এখন ৫০টি জেলা শহরে টিএন্ডটি ইন্টারনেট সার্ভিস দিচ্ছে। চলতি বছরের মধ্যে সব কয়টি জেলা শহরে ইন্টারনেট সার্ভিস দেওয়া হবে। তাছাড়া আগামী কয়েক বছরের মধ্যে উপজেলা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট সার্ভিস পৌঁছে দেওয়া তবে। তাছাড়া সারা দেশকে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।

বিসিএস সভাপতি সবুর খান বলেন, সরকারের মন্ত্রণালয়গুলোকে কম্পিউটারায়ন করা গেলে সরকারের রাজস্ব ৪ গুণ বাড়বে। দেশের চেহারাও বদলে যাবে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি কমে সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা চলে আসবে। তিনি আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক, এই খাতে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং কপিরাইট ল' বাস্তবায়নসহ ১৬ দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবি জানান।

কম্পিউটার মেলায় স্টল বসেছে দেড় শতাধিক। মেলাটি চলবে ৩০ মার্চ পর্যন্ত।